ডিজিটাল বাংলাদেশ

www.digitalbangladesh.gov.bd

জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১০

ডিজিটাল পূর্জি ব্যবস্থাপনা

প্রগতির পথে এক নতুন দিগন্ত

আমাদের সকলের স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা এখন একটি বিন্দুতে সমবেত। এই অভীষ্ট গন্তব্যের নাম 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা প্রশাখার মত শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন তার আনুষ্ঠানিক চেষ্টায় এই সরণিতে একটি মাইলফলক প্রোথিত করেছে। এটির অন্য নাম হতে পারে ডিজিটাল ব্যবস্থায় বহুমাত্রিক সেবা প্রদান। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বিএসএফআইসি, ইউএনডিপির অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত 'একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের' আওতায় মিল এলাকার আখচাষীদের দোরগোড়ায় ডিজিটাল ব্যবস্থায় সেবা প্রদানের এই বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে ২০০৯-১০ মাড়াই মওসুমে, পরীক্ষামূলকভাবে ফরিদপুর চিনিকল ও মোবারকগঞ্জ চিনিকলে। এর সুফল মওসুম শেষে আমরা প্রত্যক্ষ করি এক আনন্দদায়ক বিস্ময়ের সঙ্গে। চিনির আহরণে ফরিদপুর চিনিকল ৮.০২ রিকভারি হার নিয়ে পনেরটি সরকারি চিনিকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। মোবারকগঞ্জ চিনিকল অধিকার করে দ্বিতীয় শীর্ষস্থান। এই সাফল্যে প্রণোদিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহে ২০১০-১১ মাড়াই মওসুমে ডিজিটাল পূর্জি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংস্থার সবকটি (পনেরটি) চিনিকলে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক পূর্জির ধরন ও প্রকৃতি অত্যন্ত সহজ কিন্তু অতি কার্যকর।

করপোরেশন, চাষীর মোবাইল ফোনে 'এসএমএস' এর মাধ্যমে 'পূর্জি' পাঠিয়ে আখ ক্রয় করছে। কৃষকের আখ বিক্রয়ের পারমিট, 'পূর্জি', পাঠাতে আগে ক্ষেত্র বিশেষে সময় লাগতো তিন থেকে চারদিন, এখন লাগে ১০ সেকেন্ড। এতে চাষীরাও ইলেকট্রনিক সেবা গ্রহণে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে। ফলে, দেশের সর্ববৃহৎ কৃষিনির্ভর ভারী শিল্পের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়েছে। মাঠে আখ উৎপাদন, মিলে পরিবহন ও সম্প্রসারণ কর্মীদের সেবা গ্রহণের মত সকল তথ্য কৃষক এখন ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় গ্রহণ করতে পারছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের এই উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাকে প্রথম বারের মত জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। এটি এমন এক কার্যক্রম যা আখ ক্রয় ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে এক নতুন মাত্রাই শুধু যুক্ত করেনি, স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করেছে। চাষীদের দক্ষতাবৃদ্ধি যোগাযোগ ও প্রতিযোগাযোগে এর কার্যকারিতা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অগ্রগামিতায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

বিজয়ের এই মাসে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের জন্য একটি আনন্দের সংবাদ যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের সকল চিনিকলে ডিজিটাল 'পূর্জি' কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনের সময় দেশের ১৫ টি চিনিকলের আখচাষী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংযুক্ত থাকবেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন। নতুন দিগন্তের পথে এ যাত্রা শুভ হোক।

আমাদের কথা

বিজয় দিবসের মাত্র চারদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আখচাষীদের স্বপ্ন পূরণ করলেন। ১৯৩৩ সালে চিনিকল স্থাপিত হওয়ার পর ১৯৭২ সালে চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধু আখচাষীদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। চিনিকল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে কাগুজে পূর্জির বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিলেন শেখ হাসিনার সরকার।

এখন থেকে যেকোনো আখচাষী তাঁর মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারবেন তাঁকে কখন কী পরিমাণ আখ আনতে হবে। মিল গেটে দিনের পর দিন আখ পড়ে থেকে শুকিয়ে যাবে না-চাষী সঠিক ওজন পাবেন। মিলও আগের চেয়ে বেশী চিনি পাবে।

চাষীদের সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হচ্ছে। আখচাষীদের সুবিধার্থে বাংলায় এসএমএস করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য মোবাইল সেট প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলিকে ইতোমধ্যে অনুরোধ করা হয়েছে। ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা সফল করার জন্য দেশের ১৫টি চিনিকলে আখচাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে শুধু পূর্জি নয় যে কোনো তথ্য এখন মুহূর্তেই আখচাষীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আখচাষীদের ডিজিটাল পূর্জি নিশ্চিত করতে গিয়ে কর্পোরেশন জুড়ে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পূর্জি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

মো. নজরুল ইসলাম খান
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
এটুআই প্রোগ্রাম

'একটা এসএমএস আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে'

"আমি সেই ১৯৭৬ সাল থেকে ফরিদপুর চিনিকলে নিয়মিত আখ সরবরাহ করি। আমার আশে-পাশের আর ১০ জন আখচাষীর মত আমিও আখ চাষের জন্য বিনা সুদে ঋণ, সার, কীটনাশক, সেচের জন্য সুবিধা পেয়েছি। আখ মাড়াইয়ের উপযুক্ত হলে চিনিকল থেকে পূর্জি আসলে আমরা সেন্টারে বা মিলের গেটে আখ দিয়ে আসি। মৌসুম শেষে আখের জন্য টাকা পাই। পূর্জি নিয়ে অনেক হয়রানি ঝামেলা থাকলেও এভাবেই আমাদের চলছিল। কিন্তু গত বছর থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে পূর্জি পাওয়ায় আখচাষীদের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অর্ধেক কষ্ট কমে গেছে। পূর্জির অপেক্ষায় আর বসে থাকতে হয়না। কারো কাছে ধর্ণা দিতেও হয় না। একটা এসএমএস আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে"। মাগুরা সদরের আখচাষী মো. শহিদুল ইসলাম (৫৩) এইভাবে ই-পূর্জির সুফল বর্ণনা করছিলেন।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন গত বছর দেশের দুটি চিনিকলে পাইলট ভিত্তিক ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করে। ইউএনডিপি'র অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এ উদ্যোগে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। সনাতন পূর্জি ব্যবস্থাপনায় চিনিকলের তালিকাভূক্ত আখচাষীদের আখ মাড়াইয়ের সময় চিনিকল থেকে কাগজে লেখা পূর্জি দেয়া হত। এই কাগজে তিনদিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আখ সরবরাহ করার কথা বলা হয়। পূর্জি বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট লোকবল না থাকায় চিনিকল কর্তৃপক্ষ চিনিকলের বিভিন্ন সেন্টার, চাষীদের প্রতিবেশী, অন্য চাষীর মাধ্যমে চাষীর কাছে পূর্জি প্রেরণ করতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষীর হাতে যথাসময়ে পূর্জি পৌঁছেনা। শহিদুল ইসলাম জানালেন, "হয়ত আমার কোন চাষী

(২ পৃষ্ঠা দেখুন)

পূর্জি কী ?

পূর্জি হচ্ছে আখ চাষীদের কাছ থেকে আখ ক্রয়ের অনুমতিপত্র। আখ মাড়াই কার্যক্রম শুরু হলে চিনিকল কর্তৃপক্ষ একটি নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে আখচাষীদের নিকট পূর্জি প্রেরণ করে। চিনিকল থেকে পূর্জি ইস্যু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে আখচাষীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আখ চিনিকলের বিভিন্ন আখ ক্রয় কেন্দ্রে সরবরাহ করতে হয়। প্রতি পূর্জিতে সাধারণত ১২০০ কেজি থেকে ১৪০০ কেজি আখ সরবরাহ করা যায়। পূর্জিতে আখচাষীর নাম, ঠিকানা, পাশ বই নম্বর, ইউনিট ও সেন্টারের নাম, আখ সরবরাহের তারিখ ও পরিমাণ উল্লেখ থাকে। স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে এ পদ্ধতিতে চাষীদের পূর্জি দেয়া হয়ে আসছে।

ই-পূর্জি কী ?

মিল থেকে পূর্জি ইস্যু হওয়া মাত্র চিনিকলের সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তা এসএমএস আকারে চাষীর মোবাইলে দৃশ্যমান হওয়াই ই-পূর্জি। অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আখচাষীদের কাছে পূর্জি তথ্য প্রেরণ করাই হলো

(১ পৃষ্ঠা দেখুন)

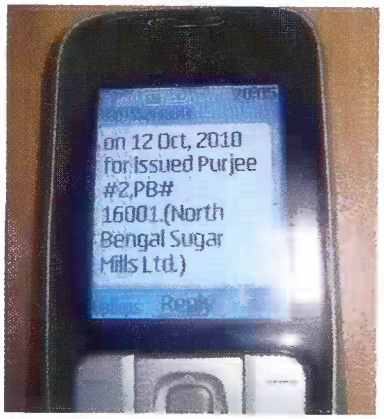

ই-পূর্জি এসএমএস

"ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় না, হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে"

– **রণজিৎ বিশ্বাস**, চেয়ারম্যান, *বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন*

নিউজলেটার: *সনাতন পদ্ধতিতে কীভাবে পূর্জি বিতরণ করা হতো?*

রণজিৎ বিশ্বাস: আগে আখচাষীরা চিনিকলে আখ বিক্রয় করার অনুমতি (পূর্জি) পেত একটি কাগজের চিরকুটের মাধ্যমে। চিনিকল থেকে ইস্যু হওয়া এই পূর্জি আখচাষীদের হাতে অথবা তার বাসায় কিংবা পরিচিতজনের কাছে পৌছে দেয়া হতো। এই চিরকুট পাওয়ার ৩ দিনের মধ্যে আখ চাষীদেরকে পূর্জিতে উল্লেখিত পরিমাণ আখ নিয়ে চিনিকলগুলিতে হাজির হতে হতো।

নিউজলেটার: *সনাতন পদ্ধতির পূর্জি ব্যবস্থায় আখচাষী কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতো?*

রণজিৎ বিশ্বাস: সনাতন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিরকুট সময়মতো আখ চাষীর হাতে পৌছাতো না। এর ফলে চাষী সময়মতো চিনিকলগুলিতে আখ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হতো। সনাতন পদ্ধতির পূর্জি ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাঙ্খিত চাষীকে পূর্জির খবর পৌছানোটা বেশ কষ্টসাধ্য ছিলো। এর ফলে একদিকে কৃষকেরা যেমন বিভিন্ন সমস্যা এবং তাড়াহুড়োর মধ্যে পড়তেন তেমনি চিনিকলগুলিও ভালো মানের আখ সংগ্রহ করতে পারতো না।

নিউজলেটার: *পাইলট উদ্যোগের মাধ্যমে দুটি চিনিকলে ডিজিটাল পূর্জি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে কী কী সুবিধা পাওয়া গেছে?*

রণজিৎ বিশ্বাস: গতবছরে ফরিদপুর এবং মোবারকগঞ্জ দুটি চিনিকলে একটি পাইলট উদ্যোগের মাধ্যমে আধুনিক কিন্তু সহজ প্রযুক্তি সম্বলিত ডিজিটাল পূর্জি ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই পাইলট উদ্যোগের ফল ছিলো অভাবনীয়। ঐ বছর এ দুটি চিনিকলে আখ থেকে চিনি উৎপাদনের হার দেশের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এর কারণ হলো এ দুটি চিনিকলে আখচাষীদের নামে পূর্জি ইস্যু হওয়ার সাথে সাথে ডিজিটাল পূর্জি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আখচাষীরা তাদের মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে পূর্জির তথ্য আগাম পেয়ে যায়, ফলে ঐ দুটি চিনি কলে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাজা এবং পর্যাপ্ত আখ পেয়ে যাই।

নিউজলেটার: *ই-পূর্জি ব্যবস্থা চালু হওয়ায় চাষীদের পাশাপাশি কর্পোরেশনের কী লাভ হয়েছে?*

রণজিৎ বিশ্বাস: ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা খাদ্য ও চিনি শিল্প কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ডিজিটাল পূর্জি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে। এর ফলে আখচাষীদের পাশাপাশি কর্পোরেশনের কার্যক্রমেও আধুনিকতা এবং গতির সঞ্চার হয়েছে। এর ব্যবস্থার ফলে আখচাষী এবং কর্পোরেশনের বিভিন্ন সদস্য ইলেকট্রনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে।

নিউজলেটার: *নতুন এই পূর্জি ব্যবস্থা আখের উৎপাদনে কেমন প্রভাব ফেলেছে?*

রণজিৎ বিশ্বাস: আমি এই প্রশ্নের উত্তরটি একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দিতে চাই। গতবছর আমাদের দেশের চিনিকলগুলিতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো ৬২ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন। এ বছর আখের যে সরবরাহ এবং কৃষকদের যে উদ্দীপনা দেখছি তাতে আমরা আশা করছি এবার প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯২৫ মেট্রিক টন অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী চিনি উৎপাদন করতে পারবো।

নিউজলেটার: *ডিজিটাল পূর্জি ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলি কী কী?*

রণজিৎ বিশ্বাস: খুই শিগগিরই আমরা দেশের সকল চিনির ডিলারদের জন্য ইলেকট্রনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করবো। এর ফলে সারা দেশের চিনির ডিলাররা যেমন প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হবেন তেমনি চিনি বেচাকেনায় আসবে আরো স্বচ্ছতা। এর পাশাপাশি চিনিকলগুলির কাজে আরো বেশী গতি এবং স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে আমরা সংশ্লিষ্ট মিলগুলির MIS, পণ্যের মজুদ পদ্ধতি, হিসাব পদ্ধতিও অটোমেশনের আওতায় আনার কথা ভাবছি। এছাড়া আপনার জেনে খুশী হবেন, দেশের সবক'টি চিনিকলগুলির মধ্যে পারস্পারিক এবং এদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা খাদ্য ও চিনি কর্পোরেশনের মধ্যকার আন্তঃযোগাযোগ নিশ্চিত করা জন্য ইতিমধ্যেই সবক'টি চিনিকলে ওয়েব ক্যাম পাঠানো হয়েছে।

নিউজলেটার: *ই-পূর্জি ব্যবস্থার সামাজিক প্রভাব কী বলে আপনি মনে করেন?*

রণজিৎ বিশ্বাস: প্রথমত বলা যায় ই-পূর্জির মাধ্যমে সেবাকে আমরা জনগণের হাতের মুঠোয় নিয়ে যেতে পেরেছি, এটা সামাজিকভাবে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া ডিজিটাল পূর্জি ব্যবস্থাপনা দেশের চিনিকলগুলিতে এবং আখচাষীদের জীবনমান উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। মোবাইল ব্যবহার করে চাষীরা শুধু পূর্জি তথ্যই পাচ্ছেনা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারেও অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এতে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ই-সার্ভিসগুলো ব্যবহারে তৃণমূল মানুষের আগ্রহ বাড়বে।

পূর্জি ব্যবস্থাপনার সাফল্যের স্বীকৃতি

উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে নতুন না হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব বেশী পুরাতন নয়। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের কাজ গতিশীল করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়ায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা নিশ্চিত করার জন্য নতুন নতুন ই-সার্ভিসের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ই-পূর্জি তেমনি একটি উদ্যোগ যার মাধ্যমে আখচাষের সাথে জড়িত দেড় লক্ষ চাষী সরাসরি উপকৃত হবেন। গত মৌসুমে দুটি চিনিকলে পাইলট ভিত্তিক ই-পূর্জি উদ্যোগ বাস্তবায়ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। সাফল্যের স্বীকৃতিও মিলেছে।

ই-পূর্জির পাইলট উদ্যোগটি সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য "ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১০ (Digital Innovation Fair) -এ ই-সেবা ক্যাটাগরিতে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। ই-উদ্যোগ ও জীবিকা ক্যাটাগরিতে ই-পূর্জি প্রথম জাতীয় "ই-কনটেন্ট ও উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি পুরস্কার-২০১০" লাভ করেছে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডি-নেট এ পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়া ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা ভারতের "মন্থন পুরস্কার-২০১০" (Manthan Award South Asia-2010) -এর ই-কৃষি ও জীবিকা ক্যাটাগরিতে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন লাভ করেছে।

'একটা এসএমএস আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে'

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভাই বা প্রতিবেশী কেন্দ্রে গেছেন সিআইসি (সেন্টার ইন-চার্জ) তাকে আমার পূর্জিটা আমার কাছে পৌছে দিতে বললেন। যিনি আমাকে পূর্জি দিবেন তিনি হয়ত কাগজটা হারিয়ে ফেললেন, ভুলে গেলেন বা যেদিন আখ জমা দেয়ার শেষদিন সেইদিন আমি পূর্জিটা হাতে পেলাম। তখনতো আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা। তাছাড়া মেয়াদ শেষ হবার পর আখ নিয়ে গেলে অন্য চাষীদেরটা রেখে আমাদেরটা নিতে চায়না কেন্দ্র। যদি তিনদিনের মেয়াদ শেষ হবার পরেও আমাদের আখ কেনা হয় তবে সেটা অতিরিক্ত হিসেবে চিনি কলে পড়ে থাকে। ফলে আখ শুকিয়ে যায় এবং চিনি উৎপাদন কম হয়। এতে আমাদেরও ক্ষতি চিনিকলেরও ক্ষতি।"

শুধু শহিদুল ইসলাম না অন্য সকল চাষীর মুখে এখন হাসি। একটা এসএমএস তাদের জীবন বদলে দিয়েছে। এই এসএমএস দিয়ে শুধু পূর্জির তথ্য দেয়া হয়না অন্যান্য বিষয়েও তথ্য দেয়া হয়। এ বিষয়ে শহিদুল ইসলাম জানালেন, "আগে আমাদের আখের মূল্য পরিশোধ করার জন্য কেন্দ্রে ডাকা হতো যদিও সবাইকে খবর দেয়া সম্ভব হতোনা। আমরা হয়তো গিয়ে দেখতাম টাকার ব্যবস্থা হয়নি। এতে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। এখন সবাইকে এসএমএস করে বলা হয় কোনদিন কখন টাকা পরিশোধ করা হবে। যদি কোনো কারণে টাকা দেয়া সম্ভব না হয় কর্তৃপক্ষ আমাদের আগেই এসএমএস করে জানিয়ে দেন। আগে থেকে জেনে যাওয়ার কারণে আর আমাদের বসে থাকতে হয়না।" কোনো অসুবিধা আছে কি না জানতে চাইলে মো. শহিদুল বললেন, "ডিজিটাল পূর্জি হলো আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ। পূর্জির এসএমএস টা বাংলায় হলে আমাদের আরো সুবিধা

ই-পূর্জি কী ?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পূর্জির মত ই-পূর্জিতেও আখচাষীর নাম, ঠিকানা, পাশবই নম্বর, ইউনিট ও সেন্টারের নাম, আখ সরবরাহের তারিখ ও পরিমাণ উল্লেখ থাকে। তবে এখানে হাতে লেখা চিরকুটের পরিবর্তে চিনিকলের সার্ভার (আখচাষীদের যাবতীয় তথ্য যেমন, নাম, মোবাইল নম্বর, আখচাষের পরিমাণ, পাশবই নম্বর, ইউনিট ও সেন্টারের নাম সংরক্ষিত থাকে) থেকে আখচাষীদের মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে পূর্জি প্রেরণ করা হয়। পূর্বে পূর্জির কাগজ পেতে আখচাষীদের ১/২ দিন দেরী হত। ক্ষেত্র বিশেষে আখ সরবরাহের নির্ধারিত দিনের পরে আখচাষীর হাতে পূর্জির কাগজ আসতো। বর্তমানে পূর্জি ইস্যু হওয়ার সাথে সাথে চাষীর মোবাইলে পূর্জির তথ্য প্রেরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া এসএমএস এর মাধ্যমে চাষীদের আখের মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যও দেয়া সম্ভব

"মিলের গেটে আখচাষীদের লাইন ধরা শেষ, পূর্জি এখন এসএমএস-এ বদলে যাচ্ছে দেশ।"

- স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

মোবাইলে SMS -এর মাধ্যমে পূর্জি বিতরণের তথ্য পেলেন আখ চাষীরাই।

SMS -এ পূর্জি বিতরণের খবর পাওয়া মাত্রই চাষীরাই আখ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করতে পারলেন।

SMS পূর্জি পাওয়ার কারণে চাষীরাই সময় মত মিলে আখ সরবরাহ করতে পারলেন।

সনাতন পূর্জি ও ই-পূর্জি'র তুলনামূলক চিত্র

সনাতন পূর্জি

- চাষীদের নিকট পূর্জি পৌছাতে বিলম্ব হয়;
- অনেক সময় চাষীর সাক্ষাত না পেলে তার নিকট পূর্জি পৌছানো সম্ভব হয়না;
- তিনদিনের মধ্যে পূর্জি না পেলে চাষী চিনিকলে আখ সরবরাহ করতে পারেন না;
- বিপুল সংখ্যক চাষীর নিকট পূর্জি বিতরণের জন্য প্রচুর লোকবল, সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়;
- যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আখ মাড়াই বন্ধ থাকলে আখ সরবরাহ থেকে সাময়িক বিরত থাকার জন্য চাষীদের তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা সম্ভব হয়না;
- আখ বিক্রির অর্থ পেতে চাষীদের অনেক হয়রানি ও ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়।

ই-পূর্জি

- মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে চাষীদের নিকট পূর্জি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ছাড়াও চাষীদের সেচ, সার, কীটনাশক, ঋণ ও আখের মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যও প্রদান করা সম্ভব হয়েছে;
- আখ কর্তন ও মিলে সরবরাহ করার জন্য চাষী যথেষ্ট সময় পাচ্ছে। ফলে চাষীর সময় বাঁচার পাশাপাশি হয়রানিও কমেছে;
- পূর্জি প্রাপ্তি নিয়ে চাষীদের কোনো অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছেনা;
- নির্ধারিত সময়ে সতেজ আখ সরবরাহের কারণে চিনি আহরণের হারে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে;
- পাইলট ভিত্তিক দুটি চিনিকলে গত মৌসুমে একদিনের জন্যও উৎপাদন ব্যাহত হয়নি

ই-পূর্জির যাত্রা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাঙ্খিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে ২০০৯ সালের ১৭ নভেম্বর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বাংলাদেশের চিনিকলের দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে এই প্রথম কোন আখচাষী তাঁর নামে পূর্জি ইস্যু হওয়ার সাথে সাথে তার মোবাইল এসএমএস -এর মাধ্যমে জানতে পারেন। পূর্জি নিয়ে আখচাষীদের বিড়ম্বনার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। চাষীদের এ দুর্ভোগ লাঘবের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এবং ইউএনডিপি'র অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে ২০০৯ সালে ফরিদপুর এবং মোবারকগঞ্জ চিনিকলে পাইলট ভিত্তিতে ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়।

স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকে আখচাষীদের নিকট থেকে আখ ক্রয় করার জন্য চিনিকল কর্তৃপক্ষ কাগজে লিখে পূর্জি ইস্যু করে থাকে। পূর্জিতে আখচাষীর নাম, ঠিকানা, পাশ বই নম্বর, ইউনিট ও সেন্টারের নাম, আখ সরবরাহের তারিখ ও পরিমাণ উল্লেখ থাকে। সনাতন এ পদ্ধতিতে নানাভাবে চাষী ভোগান্তিতে পড়েন। সময়মত চাষীর কাছে পূর্জি পৌঁছেনা এবং জরুরী কোন তথ্য চাষীর কাছে পাঠানো সম্ভব হয়না। এর ফলে চাষীর যেমন ক্ষতি হয় তেমনি সময়মত আখ না পেলে চিনিকলও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আখচাষীদের সাথে চিনিকলের সম্পর্কটা পরিপূরক। কারণ আখ এমনি একটি ফসল, চিনিকল এটা সরকার নির্ধারিত দামে কিনতে বাধ্য। কোন আখচাষী চিনিকলের তালিকাভুক্ত হলে তাকে বিনা সুদে ঋণ সার, সেচ, কীটনাশক, উন্নত বীজ ইত্যাদি সরবরাহে সরকার ভর্তুকি প্রদান করে। সেই কারণেই আখচাষীর সমস্যার সাথে বাংলাদেশের চিনিশিল্পের সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দিন বদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসনসহ সব ক্ষেত্রে জনগণকে বিভিন্ন ই-সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে একটি করে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য উদ্যোগ বা ই-সার্ভিস (কুইক উইন) চিহ্নিত করতে বলা হয়, যা এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আখচাষীদের জন্য এসএমএস ভিত্তিক পূর্জি প্রদানের বিষয়টি কুইক উইন হিসাবে চিহ্নিত করেন। এরপর বিভিন্ন দফায় আলোচনা, বিশ্লেষণ, সম্ভাব্যতা যাইয়ের পর ২০০৯-'১০ মৌসুমে ফরিদপুর এবং মোবারকগঞ্জ চিনিকলে পাইলট ভিত্তিতে ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়। পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এই মৌসুমে চিনি উৎপাদনের জন্য অক্টোবর মাসে দেশের বাকী ১৩ টি চিনিকলে (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, সেতাবগঞ্জ, শ্যামপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, জিলবাংলা, রাজশাহী, নাটোর, নর্থবেঙ্গল, কুষ্টিয়া, কেরু এ্যান্ড কোং এবং পাবনা চিনিকল) ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

ই-পূর্জির বাস্তবায়নের মাইলফলকসমূহ

- আগস্ট ২০০৮- ই-পূর্জি নিয়ে আলোচনা এবং ধারণাপত্র তৈরী;
- অক্টোবর ২০০৮- মোবারকগঞ্জ ও ফরিদপুর চিনিকলে পাইলট উদ্যোগ হিসেবে চালুর বিষয়ে এটুআই এর সাথে খাদ্য ও চিনি শিল্প কর্পোরেশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- জুলাই ২০০৯-মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতামত বিনিময়
- জুন থেকে আগস্ট ২০০৯- আখচাষীদের তথ্য সংগ্রহ
- জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৯- সফটওয়্যার স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উদ্যোগ পরিকল্পনা এবং সফটওয়্যার স্থাপন
- সেপ্টেম্বর ২০০৯- আখ চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক বাছাই
- সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৯- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অক্টোবর ২০০৯- আখচাষীদের সাথে প্রশিক্ষকদের বৈঠক
- সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৯- চিনিকলের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং সিস্টেম ইউজারদের প্রশিক্ষণ
- সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৯-আখচাষীদের তথ্য সার্ভারে অন্তর্ভূক্তকরণ
- নভেম্বর ০৯ থেকে জানুয়ারী ২০১০- ই-পূর্জি বিতরণ শুরু
- মার্চ ২০১০- ফলাফল পর্যালোচনা
- জুন ২০১০- বাকী ১৩ চিনিকলে ই-পূর্জি চালুর সিদ্ধান্ত
- জুলাই-অক্টোবর-সকল চিনিকলে ই-পূর্জি ব্যবস্তাপনার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ সম্পন্ন
- নভেম্বর ২০১০- এসএমএস এর মাধ্যমে পূর্জি বিতরণ শুরু

ডিজিটাল চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন

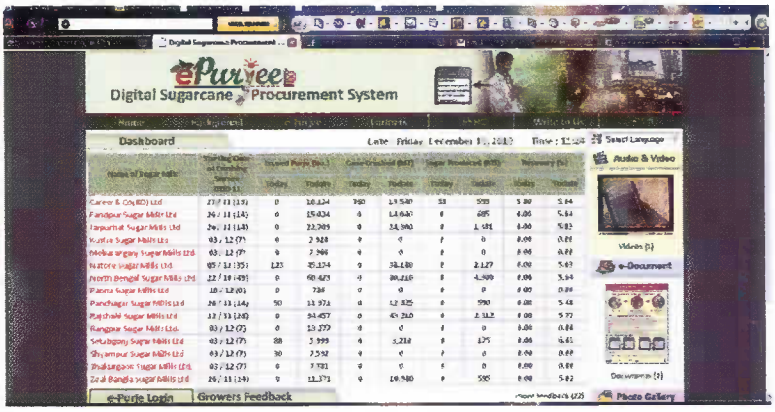

'জনগণ সেবার কাছে যাবেনা বরং সেবাই জনগণের কাছে'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের দোরগোড়ায় সেবা নিশ্চিত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে জনগণকে বিভিন্ন ই-সার্ভিস দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা নিশ্চিত করার ফলে জনগণ যেমন সহজে, কম খরচে, কম সময়ে, ঝামেলা ছাড়াই সেবা পাচ্ছে। পাশাপাশি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানেও এসেছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতি। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কর্পোরেশনের অধীনে দেশের ১৫ টি চিনিকল ২০০৮ সাল পর্যন্ত আখচাষীদের কাগজে লিখে পূর্জি বিতরণ করতো। বর্তমানে আখচাষীদের এসএমএস এর মাধ্যমে পূর্জি বিতরণ করা হয়। শুধু পূর্জি নয় যেকোনো ধরণের তথ্য মুহূর্তের মধ্যে চাষীদের কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আখচাষীদের ডিজিটাল পূর্জি নিশ্চিত করতে গিয়ে পুরো কর্পোরেশনে তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এখন একটি ডিজিটাল কর্পোরেশন যা অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য দৃষ্টান্ত।

দীর্ঘদিনের হাতে লেখা পূর্জির বদলে এখন এসএমএস এর মাধ্যমে চাষীদের পূর্জি প্রদান করা হচ্ছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষীদের সুবিধা নিশ্চিত করতে গিয়ে কর্পোরেশনের অভ্যন্তরেও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। http://epurjee.info ওয়েব সাইট থেকে যেকেউ যেকোনো সময় চিনিকলের আখ চাষ, পূর্জি বিতরণ, চিনি উৎপাদনসহ সর্বশেষ তথ্য পাবেন। নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় এই ওয়েব সাইট। ওয়েব সাইটে লগ ইন করে ড্যাশবোর্ড থেকে চিনিকল, আখ মাড়াই, পূর্জি বিতরণের সর্বশেষ বিস্তারিত তথ্য দেখা সম্ভব। এক চিনিকল থেকে অন্য চিনিকল বা চিনিকলগুলোর সাথে কর্পোরেশনের যোগাযোগ এখন ই-মেইলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। চিনিকলগুলো আগে তাদের প্রতিদিনের রিপোর্ট ফ্যাক্সযোগে প্রেরণ করতো বর্তমানে তা অনলাইনে প্রেরণ করা হচ্ছে। আখচাষীর যেকোনো অভিযোগ বা মতামত চিনিকলে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানাতে চাইলে ০১৫৫২৮৮৮৮৪৪ নম্বরে এসএমএস করে জানাতে পারেন। এ বিষয়ে চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আখচাষীরা এসএমএস এর মাধ্যমে তাদের মতামত জানাতে শুরুও করেছেন।

ই-পূর্জির বাস্তবায়নে দক্ষতা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সার্ভার স্থাপনের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। হার্ডওয়্যার স্থাপনের পর সফটওয়্যার যুক্ত করা হয়। প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম থেকে সরবরাহ করা হয়। ই-পূর্জি সফটওয়্যারটি ডেভলপ করেন এটুআই প্রোগ্রামের ওয়েব ডেভলপার মো. মুনিরুল ইসলাম। সার্ভার স্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট চিনিকলের তালিকাভুক্ত আখচাষীদের বিভিন্ন তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, ইউনিটের নাম, কেন্দ্রের নাম, মোবাইল নম্বর, আখচাষের পরিমাণ, পাশবই নম্বর সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি চিনিকলে তিনজন করে অপারেটর থাকেন। এ পর্যায়ে অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে ই-পূর্জি ও আখচাষীদের অন্যান্য তথ্য প্রেরণ করতে পারেন।

আখচাষীদের জন্য কর্মশালা, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ, হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার স্থাপনসহ যাবতীয় কর্মকান্ড বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেন এটুআই প্রোগ্রামের পূর্জি উদ্যোগ বাস্তবায়নের টিম লিডার ফরহাদ জাহিদ শেখ। ই-পূর্জি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারীদের অন্যতম চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের পরিচালক (ইক্ষু গবেষণা) মো. ইয়াহিয়া মিয়া ই-পূর্জি উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সনাতন পূর্জি পদ্ধতিতে আখচাষীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। এতে আখচাষীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তেমনি চিনিকলগুলিও। তাই আমরা ভাবছিলাম কীভাবে সহজ উপায়ে চাষীদের পূর্জি নিশ্চিত করা যায়। সারা বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপক উন্নয়ন করছে তাই আমরাও মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে চাষীদের পূর্জি বিতরণের কথা চিন্তা করি।"

ই-পূর্জির বাস্তবায়নে দক্ষতা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

ফরিদপুর এবং মোবারকগঞ্জ চিনিকলে পাইলট ভিত্তিক ই-পূর্জি বাস্তবায়ন সফল হওয়ার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের বাকী ১৩ টি চিনিকলে ই-পূর্জি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। দেশের সকল চিনিকলে ই-পূর্জি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে ইউএনডিপি'র অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম যাবতীয় কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

দেশের সকল চিনিকলে ই-পূর্জি ব্যবস্থা চালু করার জন্য আখচাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ (ToT), প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার- সফটওয়্যার স্থাপন করতে হয়েছে। চিনিকলের বিভিন্ন কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি চিনিকলের অধীনে আখচাষীদের ইউনিট, সেন্টার ও জোনে ভাগ করা হয়। একেকটি চিনিকলে ৮০ থেকে ১২০ টি ইউনিট থাকে এবং প্রতিটি ইউনিটের দায়িত্বে থাকেন একজন সিডিএ বা কেইন ডেভলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট। বাংলাদেশের ১৫ টি চিনিকলে মোট ইউনিটের সংখ্যা ১৩৭১ টি এবং এবছর চালু হওয়া ১৩ টি চিনিকলের ইউনিটের সংখ্যা ১১৯০ টি। এসব ইউনিটে গড়ে ১০০ থেকে ২০০ জন চাষী থাকেন। ২/৩ টি ইউনিট নিয়ে হয় একটি সেন্টার। এসব সেন্টারের দায়িত্বে থাকেন একজন সেন্টার ইন-চার্জ। এসব সেন্টার থেকে আখ ক্রয় এবং চাষীদের কাছে আখের মূল্য পরিশোধ করা হয়। কাজেই ই-পূর্জি বাস্তবায়নে প্রত্যেক চাষী, প্রতিটি ইউনিট, সেন্টার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ই-পূর্জি চালু করার আগে এ মৌসুমে ১৩ টি চিনিকলের প্রতিটিতে একটি করে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় চিনিকলের কর্মকর্তাগণ, আখচাষী, চাষী প্রতিনিধি, সিডিএ, সেন্টার ইন-চার্জগণ এসব কর্মশালায় আখচাষীদের সামনে আগের বছরের দুটি চিনিকলের পাইলট প্রকল্পের সুবিধা, সনাতন পদ্ধতির অসুবিধা, বর্তমান সরকারের ভিশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া আখচাষীরাও তাদের নানা অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। এসব কর্মশালার মাধ্যমে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

আখ চাষীদের ডিজিটাল পূর্জির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণের (ToT) ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি ইউনিট থেকে একজন সিডিএ এবং একজন চাষী প্রতিনিধিকে ই-পূর্জি প্রক্রিয়া, কোন এসএমএস এর কী অর্থ, এসএমএস পেলে কী করতে হবে, কীভাবে নিশ্চিত হবে যে এটা চিনিকল থেকে পাঠানো এসএমএস, এসএমএস এ কী কী তথ্য থাকবে, সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরবর্তীতে এসব প্রশিক্ষক অন্যান্য আখচাষীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন। উল্লেখ্য, ১৫ টি চিনিকলের ৩০০০ সদস্যকে ১৫০০ টি টিমে ভাগ করে এটুআই প্রোগ্রাম এবং খাদ্য ও চিনি শিল্প কর্পোরেশন যৌথভাবে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পরবর্তীতে এ ১৫০০ টি টিম সারাদেশের দেড় লক্ষ আখচাষীকে গ্রুপ মিটিংয়ের মাধ্যমে ই-পূর্জি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। খাদ্য ও চিনি শিল্প কর্পোরেশনের মহা-ব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ) মো. আমজাদ হোসেন মাঠ পর্যায়ে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন এইভাবে, "২০০৯ সালে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুরা ও গোপালগঞ্জ জেলার ১১ টি উপজেলার ৮০ টি ইউনিটের ৮০ টি টিমের সকল সদস্যকে ই-পূর্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেই। পরবর্তীতে এই ৮০ টি টিম এ অঞ্চলের ৮০০০ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তাছাড়া প্রতিটি বাড়িতে আমরা লিফলেট বিতরণ করি এবং ব্যানার, পোস্টার দিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাই।"

এরপর ই-পূর্জি বাস্তবায়নের জন্য ১৫ টি চিনিকলে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি চিনিকলে

(৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

ডিজিটাল পূর্জি নিয়ে একটি ব্যক্তিগত গল্প

চিনিকলের সামনে কৃষকের লম্বা লাইনে অসহায় অপেক্ষা আর সেই সাথে কিছু বঞ্চনার ছবি প্রথম দেখেছিলাম সেই ছাত্র অবস্থায়। কিছু একটা করার ইচ্ছাও তখন থেকেই। তবে প্রথম সুযোগ পাই বেশ কিছু পরে, ২০০০ সনে। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজস্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে চিনি শিল্প কর্পোরেশনে অযাচিত প্রস্তাব করি-বলি কম্পিউটার ডাটাবেস করে কৃষকের কাছ থেকে আখ কেনার ব্যাপারটা সহজ করার কথা। সবারই তখন এক জবাব, অসম্ভব! চিনিকলে বহু ধরনের মানুষ আর তাদের স্বার্থ জড়িত। তাদের কারো কারো আয়-রোজগারের বড় অংশ আসে পূর্জিকে পুজি করে, পূর্জির ব্যস্থাপনা করে নয়, পূর্জিকে হাতিয়ার করে নিরীহ গরীব আখ চাষীদের কাজ থেকে অন্যায় বখরা আদায় করে। পূর্জি যদি ঠিক-ঠাক মত চলে, তবে তাদের সেই পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই পরিচিত সবাই আমাকে বোঝালেন, এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের নয়।

তারপর ২০০৮ সন। এবার শিল্প মন্ত্রণালয় তাদের মন্ত্রণালয়ের 'সহজ সাধ্য উদ্যোগ' (quick win) হিসেবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পূর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করতে রাজী হল। এই রাজি হবার পেছনে অবশ্যই 'এটুআই' প্রকল্পের একটা হাত ছিল। আর হাত ছিল শ্রদ্ধেয় কাজী আমিনুল ইসলামের (বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প পরিচালক হিসাবে কর্মরত)। যাই হোক, সফটওয়্যার লেখা হল, কম্পিউটার কেনা হল, একটি চিনিকলে এই ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগও নেওয়া হল। 'এটুআই' প্রকল্পের সাথে জড়িত আনীর ভাই, মুক্তা ভাই, মানিক ভাই, ফরহাদসহ সবাই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সবকিছু গুছিয়ে আনলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। কারণ, চিনিকলে অসহযোগিতা, কেন্দ্রে যাঁরা আছেন, তাদের অনাগ্রহ, আরো কত কি।

তারপর ২০০৯ সন। ইতোমধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্লোগান, স্লোগান থেকে বিশ্বাসে পরিণত হতে শুরু করেছে। সবার মাঝেই আগ্রহ বাড়ছে। এবং এরই মাঝে মো. নজরুল ইসলাম খান 'এটুআই' প্রকল্পের হাল ধরেছেন। শ্রদ্ধেয় নজরুল ভাই সব শুনলেন, সাহস দিয়ে বললেন, 'এবার হবে'। আবার উদ্যোগ নেওয়া হল। একটির জায়গায় দু'টি চিনি কলে। সফটওয়্যারতো তৈরীই ছিল, টুকটাক পরিবর্তন আর আগের কেনা কম্পিউটারের সাথে নুতন একটি সেট যোগ করে মানিক ভাই আর ফরহাদ ছুটল চিনিকলে। সেই একই সফটওয়্যর, একই কম্পিউটার, একই লোকজন, কিন্তু ফল হল একেবার আলাদা। খুব সফলভাবে চলল কাজ, দুটি কলে পুরোন কাগজের পূর্জি ব্যবস্থার বদলে আধুনিক মোবাইল ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু হল। চিনি কলের সাথে জড়িত সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন, চিনি শিল্প কর্পোরেশনের প্রধান থেকে শুরু করে সকল স্তরের সাহায্য পাওয়া গেল, মন্ত্রণালয়কে পাশে পাওয়া গেল প্রতিটা ধাপেই। রূপকথার সেই চেনা সমাপ্তির মত চিনি কলে উৎপাদন বাড়ল, কৃষকের ভোগান্তি দূর হল- কৃষক খুশী, চিনি কলের ব্যবস্থাপকরা খুশী, শিল্প মন্ত্রণালয় ও খুশী, 'এটুআই' এর সবাই খুশী।

২০১০ সাল। শ্রদ্ধেয় মুখ্য সচিব মোঃ আব্দুল করিম মহোদয়ের অনুপ্রেরণায়, শ্রদ্ধেয় নজরুল ইসলাম খান ভাইয়ের নেতৃত্বে চিনি শিল্প কর্পোরেশনের চেয়্যারম্যন মহোদয়সহ সকল মহলের সহযোগিতায় এই ব্যবস্থা এখন সকল সরকারী চিনিকলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন খুশীর দিনে এই গল্পটা খুব বেশী করে একটা কথাই স্পষ্ট করে দেয় তা হলো, আমাদের প্রধান সমস্যা আমাদের মানসিকতা। গ্রাম বাংলার হাজারো খেটে খাওয়া মানুষের শত বছরের জমে থাকা সমস্যাগুলির সমাধান খুব সহজ, প্রযুক্তি এখানে বাধা নয়, আর্থিক বাধাও নগণ্য। কিন্তু সমস্যা সমাধানে অনাগ্রহ আর গন্ডির বাইরে বের হয়ে একবার চেষ্টা করে দেখার অসীম অনীহাই যেন ছোট ছোট এই সব সমস্যাকে জিইয়ে রাখছে, হয়তো কখনো কখনো লালনও করছে। এই মানসিকতা পরিবর্তনে, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর মত একটি শক্তিশালী রূপকল্পের ভূমিকা যেন এই গল্পে আবারও তা প্রমাণ করে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়, প্রযুক্তি ব্যবহার করে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের অগ্রযাত্রা, আর যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ শত বাধার জগদ্দল পাথর সরিয়ে বাংলাদেশকে শুধু মধ্য-আয়ের দেশেই পরিণত করবে না, বরং শত বঞ্চনার অবসানও ঘটাবে-ডিজিটাল পূর্জি সেই সোপানের একটি ধাপ হোক।

কে এ এম মোর্শেদ
এ্যাসিস্ট্যান্ট কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি বাংলাদেশ